এফএসসিডি বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

ভূমিকা

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সরকারের একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। দুর্জয় সাহস, অমিত মনোবল আর দৃঢ়প্রত্যয়ে গতি, সেবা ও ত্যাগের মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ সর্বদা মানব সেবায় নিয়োজিত। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সকল দুর্যোগে সরকারের প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বর্তমানে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণসহ অন্যান্য বহুমাত্রিক সেবায় নিয়োজিত। বর্তমান সরকার এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় একদিকে প্রতিষ্ঠানটির সেবার গুণগতমান উন্নীত হয়েছে, অপরদিকে প্রতিষ্ঠানটির সেবামূলক কার্যক্রমও সম্প্রসারিত হয়েছে।

ক্রমবিকাশ

১৯৩৯-৪০ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে কলকাতা শহরের জন্য কলকাতা ফায়ার সার্ভিস এবং অবিভক্ত বাংলার জন্য (কোলকাতা ব্যতীত) বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির পর বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস নামে আত্মপ্রকাশ করে। তৎকালীন ঢাকার সদরঘাট ফায়ার স্টেশন পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস হেডকোয়ার্টার্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং মিঃ এম আর ভূঁইয়া পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস পরিদপ্তরে রূপ লাভ করে। সে সময় পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মিঃ নূরুল করিম জুনায়েদ।

১৯৭৮ সালে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তর ঢাকার সদরঘাট থেকে ঢাকার কাজী আলাউদ্দীন রোডে স্থানান্তর করা হয়।

১৯৮১ সালের ৯ এপ্রিল সরকারি উদ্যোগে ফায়ার সার্ভিস পরিদপ্তর এবং সিভিল ডিফেন্স পরিদপ্তরের সমন্বয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের রেসকিউ ইউনিটকে এর সাথে সংযুক্ত করা হয়।

রূপকল্প : অগ্নিকান্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবিলা ও নাগরিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্ষমতা অর্জন।

অভিলক্ষ্য : দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

আইন ও বিধি

Fire Service Ordinance-1959 রহিত করে ২০০৩ সালে প্রণীত 'অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩' দ্বারা বর্তমানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কার্যকর রয়েছে সিভিল ডিফেন্স অ্যাক্ট-১৯৫২-ও। এছাড়া 'অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা-২০১৪' এর সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান আছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অবদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তখন পলাশী ফায়ার স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ নূরুল ইসলাম স্থানীয় ছাত্র-জনতাকে 'অগ্নি নিরাপত্তা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার নামে মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। খবর পেয়ে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পলাশী ফায়ার স্টেশনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে অগ্নিসেনা ও সংগ্রামী ছাত্র-জনতার ওপর ব্রাশ ফায়ার করে। এতে ঘটনাস্থলেই শহিদ হন পলাশী ফায়ার স্টেশনের ৯ জন অগ্নিসেনা ও স্থানীয় ৭ জন ছাত্র-জনতা।

জাতির পিতা এবং বীর শহিদদের স্মরণে নির্মিত মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সের শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে বিনম্র শ্রদ্ধা

একইভাবে সারা দেশের বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনের অগ্নিসেনারা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ফায়ার সার্ভিস ফুটবল দলের তদানীন্তন খেলোয়াড় মুক্তিযুদ্ধে শাহাদত বরণকারী শহিদ চান্দুর নামে পরে বগুড়ায় গড়ে ওঠে শহিদ চান্দু স্টেডিয়াম। মুক্তিযুদ্ধে সারা দেশে শহিদ অগ্নিসেনাদের মধ্যে ৩২ জনের নামের তালিকা পাওয়া যায়। নাম না জানা আরো অনেক অগ্নিসেনাই মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিসের আত্মাহুতি দেয়া এসব অগ্নিসেনা বীর শহিদদের স্মরণে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিসের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে বর্তমান সরকারের সময়ে গড়ে উঠেছে **'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ'**।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অবদান

ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা দেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণের যুগান্তকারী ঘোষণা দেন। তিনি হাজারীবাগ ফায়ার স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং নির্মাণ শেষে এর শুভ উদ্বোধন করেন। ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনুগ্রহপূর্বক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে তিনি ফায়ার সার্ভিসকে ঢেলে সাজানোর নির্দেশনা দেন। তিনি ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে ২০ কোটি টাকার অনুদান (সিড মানি)

দিয়েছেন। এছাড়া তিনি সম্প্রতি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে ৩টি জাম্বু কুশন হস্তান্তর করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ফায়ার একাডেমি করার বিষয়ে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

যাঁদের সানুগ্রহ অবদানে সমৃদ্ধ হচ্ছে ফায়ার সার্ভিসঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয় এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

বঙ্গবন্ধু ফায়ার একাডেমির জন্য জমি অধিগ্রহণ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রশিক্ষণকে আধুনিক, উন্নত ও বিশ্ব মানের করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় আন্তর্জাতিক মানের একটি ফায়ার একাডেমি করার উদ্যোগ নিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাতে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। মুন্সিগঞ্জের গজারিয়াতে 'বঙ্গবন্ধু ফায়ার একাডেমি'র জন্য সরকার ইতোমধ্যে ১০২ একর জায়গা বরাদ্দ দিয়েছে; যার জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশের প্রশিক্ষণার্থীদেরও প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়মিত কার্যাবলি

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে যে সব সেবা প্রদান করে থাকে সেগুলো হলো:

(১) অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নিপ্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা এবং যেকোনো দুর্ঘটনা/দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য পরিচালনা করা;

(২) দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গুরুতর আহতদের দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ এবং রোগীদের অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান;

(৩) অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়সাধনপূর্বক অগ্নি দুর্ঘটনাসহ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলা ও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা;

(৪) বহুতল ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প কারখানা ও বস্তি এলাকায় অগ্নি দুর্ঘটনা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান ও মহড়া পরিচালনা করা;

(৫) অধিদপ্তরের কর্মীদের অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৬) বহুতল ভবনের অগ্নি নিরাপত্তামূলক ছাড়পত্র প্রদান ও ছাড়পত্রের শর্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

(৭) আন্তর্জাতিক অগ্নিনির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহের সংগে যোগাযোগ রক্ষা এবং এতদসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে প্রতিনিধিত্ব করা;

(৮) অগ্নিনির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(৯) অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকারী সাজ-সরঞ্জাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(১০) জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এ পুলিশ বাহিনীর সাথে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করা;

(১১) অগ্নি প্রতিরোধসহ যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

(১২) জান-মালের নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা;

(১৩) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নি প্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(১৪) ওয়্যারহাউজ ও ওয়ার্কশপসমূহ পরিদর্শন, পরামর্শ ও শর্ত সাপেক্ষে নতুন ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন করা;

(১৫) যুদ্ধকালীন সময়ে বিমান হামলার হাত থেকে রক্ষার জন্য হুঁশিয়ারি সংকেতের মাধ্যমে সরকারি, আধাসরকারি ও সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর নিয়মিত কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

নতুন নতুন কার্যক্রমে ফায়ার সার্ভিসের সম্পৃক্ততা

বর্তমান সরকার এ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি এর সেবাক্ষেত্রও অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবাহিনী জঙ্গিবিরোধী যৌথ অভিযানে অংশ নিচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১৯৯ জনকে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, দুর্যোগ/দুর্ঘটনা কবলিত হতাহতের পাশাপাশি পশু-পাখি-প্রাণী উদ্ধার, অসুস্থ/বৃদ্ধ/প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর চলাচলে সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করছে। ঈদ ও নানা অনুষ্ঠান-উৎসবে ঘরমুখো মানুষের নিরাপত্তায় লঞ্চ টার্মিনালগুলোতে ইউনিট মোতায়েন, ঝড়ে বিপর্যস্ত রাস্তা যান চলাচলের উপযোগীকরণ ইত্যাদি বহুমাত্রিক সেবাকাজে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। বহুমুখী পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এখন গণমানুষের আস্থা আর নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীরা ভারী বর্ষণে রাস্তা পারাপার ও ঝড়ে বিধ্বস্ত গাছ অপসারণ করছেন

ফায়ার স্টেশনের পরিসংখ্যান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুসরণে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুশাসন বাস্তবায়নের জন্য ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নতুন নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ শেষে চালু করা হচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে সারা দেশে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এ বিভাগের সেবার মানও সম্প্রসারিত হবে।

বর্তমানে চালু ফায়ার স্টেশনের পরিসংখ্যান

ক্র	বিভাগের নাম	এ শ্রেণি	বি শ্রেণি	স্থল কাম নদী	সি শ্রেণি	নদী	মোট
১.	ঢাকা	৩৩	৩৩	১	১৮	৫	৯০
২.	ময়মনসিংহ	৫	১৫	০	১০	০	৩০
৩.	চট্টগ্রাম	২৪	৪১	০	২১	২	৮৮
৪.	রাজশাহী	৮	৩৮	০	১৭	১	৬৪
৫.	রংপুর	৬	৩৫	০	১১	০	৫২
৬.	খুলনা	৭	২৮	১	৯	১	৪৬
৭.	বরিশাল	৩	২৪	০	১০	২	৩৯
৮.	সিলেট	২	১৬	০	৮	০	২৬
	সর্বমোট	৮৮	২৩০	২	১০৪	১১	৪৩৫

* ২০১৯-২০ অর্থবছরে নির্মাণ শেষে নতুন ২৭টি ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও শুভ উদ্বোধন

চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

অগ্নি নিরাপত্তা ও অগ্নি ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা

অগ্নি ঝুঁকি সফলভাবে মোকাবেলার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা নিয়মিত জরিপ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এ যাবৎ নিম্নবর্ণিত মোট ৫,২৫০টি প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা জরিপ করে জরিপের ফলাফল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে অবহিত করা হয়েছে:

ক্রঃ	প্রতিষ্ঠানের নাম	অতি ঝুঁকিপূর্ণ	ঝুঁকিপূর্ণ	সন্তোষজনক	সর্বমোট
০১।	শপিংমল/মার্কেট	৬৭৪টি	৮৯৭টি	২৪টি	১,৫৯৫টি
০২।	স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়	৩৩৬টি	১০৭২টি	১১৯টি	১,৫২৭টি
০৩।	ব্যাংক	১১টি	৫৯৩টি	২০১টি	৮০৫টি
০৪।	হাসপাতাল/ক্লিনিক	১৩৪টি	৫০২টি	৬৩টি	৬৯৯টি
০৫।	আবাসিক হোটেল	২৯টি	৪৩৩টি	৭১টি	৫৩৩টি
০৬।	মিডিয়া সেন্টার	০৩টি	২১টি	২৪টি	৪৮টি
	সর্বমোট =	১,১৮৭টি	৩,৫১৮টি	৫০২টি	৫,২০৭টি

মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ

২০১৯-২০ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক অগ্নিকান্ড ও দুর্ঘটনা রোধে ১,৫৮,১৮০ জন নাগরিককে মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ১১,৭৫২টি যৌথ মহড়া সম্পন্ন করা হয়েছে। স্কুল-কলেজের ৫০,৪৭৩ জন শিক্ষার্থীকে অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ

দেশের ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাগুলোতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৬২,০০০ কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৬০৯৪ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জুলাই ২০১৯ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ৩০২০ জন নতুন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রস্তুত করার পাশাপাশি ৩০০ জন ভলান্টিয়ারকে রিফ্রেশার্স কোর্স করানো হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক কমিউনিটি ভলান্টিয়ার ও সাধারণ ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ

জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯

জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এর মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স সেবা নিশ্চিত করাসহ যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান করা হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ৯ জন কর্মী অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি এ জরুরি সেবা কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ সেবার সুবিধা ব্যবহার করে ২০১৯-২০২০ সালে ১৪৪৯৭টি অগ্নিকান্ড ও দুর্ঘটনার সংবাদ গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। এ সার্ভিসের আওতায় সেবা প্রদানের নিমিত্ত রাজস্ব খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ৩৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল

রাজস্ব ব্যয়ে স্থাপিত বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালের সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত হাসপাতালের জন্য ৭৮টি পদ সৃজনের প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি প্রদান করেছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সম্মতির পর অর্থ বিভাগ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩৮টি পদের সম্মতি প্রদান করে। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে হাসপাতালটির সেবা কার্যক্রম শুরু করা যাবে।

ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ

দেশের প্রত্যেক জেলায় ০১টি করে ডুবুরি ইউনিট গঠনের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতে ২৫৬টি পদ সৃজন এবং ৬৪টি টানা গাড়ি/সিঙ্গেল কেবিন পিকআপ ও ইনফ্লাটেবল বোট টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সম্মতির জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করলে অর্থ বিভাগ ৩২টি পদের সম্মতি প্রদান করে।

অগ্নিনির্বাপণী মহড়া

অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে নিয়মিত মহড়া কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা/ভবনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক ১১,৭৫২টি মহড়া পরিচালনা করা হয়। তন্মধ্যে বস্তি এলাকায় ৮৫৬টি, শপিংমল/হাটবাজার/বিপণিবিতানে ৭,২৩৪টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২,৯৩৪টি এবং বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনে ৭২৮টি মহড়া করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে অগ্নিনির্বাপণ ও ইভাকুয়েশন সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এ সকল মহড়া পরিচালনা করা হয়।

ইউনিফরমের ডিজাইন, রং ও পেটেন্ট অনুমোদন

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অপারেশনাল কর্মীদের ব্যবহৃত কালো, ছাই ও কমলা এই তিন রঙের পোশাকের ডিজাইন, রং ও পেটেন্ট-এর নিবন্ধন অনুমোদন দিয়েছে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর। উক্তরূপ নিবন্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে এখন থেকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই পোশাক অন্য কারো জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং এ বিধি-নিষেধ অমান্য করে তা ব্যবহার করা হলে প্রচলিত আইনে এটি দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

১৮৫টি অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী জরুরি রোগী হাসপাতালে স্থানান্তরের সেবা দেয়া হচ্ছে। দুর্যোগকালীন ও শান্তিকালীন দুই সময়েই এই সেবা ২৪ ঘন্টা দেয়া হয়ে থাকে। প্রতি কি.মি. ০৯ (নয়) টাকা হিসেবে ১ম ০৮ কি.মি. ১০০/- এবং ১ম ১৬ কি.মি. ১৫০/- সার্ভিস চার্জ হিসেবে এ সেবা দেয়া হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অ্যাম্বুলেন্স কল হয়েছে সর্বমোট ১৯,৫৬৪টি এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায় হয়েছে ৬,৯০,৬৫৪৮/- (উনসত্তর লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশত আটচল্লিশ) টাকা। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস সম্প্রসারণ করার জন্য অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৫৭টি ফায়ার স্টেশনের জন্য ৩৫৭টি নতুন অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করা হবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর অ্যাম্বুলেন্স ও রোগী পরিবহন

ফায়ার সেফটি ম্যানেজার ও ফায়ার সায়েন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্স

সম্প্রতি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ দেশের সকল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্স ও ফায়ার সায়েন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্স চালু করেছে। এ পর্যন্ত ১৬টি কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে। এর আওতায় ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সে ৬৪০ জন এবং ফায়ার সায়েন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্সে ৭০২ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ফায়ার লাইসেন্স, বহুতল ভবনের ছাড়পত্র প্রদান

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর আওতায় বিদ্যমান ফায়ার লাইসেন্স সংখ্যা ১,১৬,৮৫১টি। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে ১৭,৪১৫টি ও নবায়ন করা হয়েছে ৪৮,৩২১টি এবং এ বাবদ রাজস্ব আদায় হয়েছে ৯,৯৫,৭৫,০৬৭- টাকা। এর মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন বাবদ আদায় হয়েছে ৬,৪৮,১৪,৬০৮ টাকা। উক্ত সময়কালে প্রস্তাবিত বহুতল ভবনের নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত আবেদনের বিপরীতে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে ৫৬৭টি।

ই-ফায়ার লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম শুরু

শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও জোরদার করার লক্ষ্যে ফায়ার লাইসেন্স প্রদানের যে প্রচলিত পদ্ধতি চালু রয়েছে তাতে প্রযুক্তি সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে গতানুগতিক পুরনো পদ্ধতির পরিবর্তে ই-ফায়ার লাইসেন্স চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাইলট প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় এই পদ্ধতি চালু করা হয়। ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে ঢাকা জেলার অধীনে সরবরাহকৃত মোট ৫,৭৩৬টি ফায়ার লাইসেন্স-এর ১০০% আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হয়েছ। এর মধ্যে ৩০২টি ই-ফায়ার লাইসেন্স অনলাইনেই প্রদান করা হয়েছে। ই-ফায়ার লাইসেন্স প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে সারা দেশে শতভাগ চালু করে তা চলমান রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বর্তমানে এই প্রক্রিয়া সফটওয়্যার আপডেট করার জন্য সাময়িকভাবে স্থগিত আছে। সফটওয়্যার-এর কাজ শেষ হলে ই-ফায়ার লাইসেন্স পুনরায় চালু করা হবে।

ন্যাশনাল হাইওয়ের ৯২টি পয়েন্টে র‍্যাপিড রেসকিউ ইউনিট মোতায়েন

দুর্ঘটনায় বিশেষ করে সড়ক দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের সময় হ্রাস করার লক্ষ্যে হাইওয়েসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৯২টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস এর র‍্যাপিড রেসকিউ ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ে অগ্নিকান্ড/দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের জন্য বর্তমানে এ ইউনিটের কাযক্রম সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে। আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত অগ্নিনির্বাপণ যান, উদ্ধার যান, টু-হুইলার ওয়াটার মিস্ট ও অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে টহল ডিউটির ব্যবস্থা করায় অগ্নিকান্ড/দুর্ঘটনায় সাথে সাথেই এই ইউনিটের মাধ্যমে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে টহল ইউনিটের কার্যক্রম

ক্রম	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আগুনে আহত উদ্ধার	আগুনে নিহত উদ্ধার	দুর্ঘটনার সংখ্যা	দুর্ঘটনায় আহত উদ্ধার	দুর্ঘটনায় নিহত উদ্ধার
১	ঢাকা	১৭২টি	১৫ জন	৬৬ জন	২৪২টি	৪১৬ জন	৮৮ জন
২	ময়মনসিংহ	৫১টি	-	-	২৭০টি	৫৫৩ জন	২৮ জন
৩	চট্টগ্রাম	১০৭টি	১৩ জন	০৭ জন	১৩৮টি	২৩৭ জন	৪৫ জন
৪	রাজশাহী	৮১টি	১৩ জন	-	৩৭৫টি	৫৭৬ জন	৪২ জন
৫	খুলনা	১০৯টি	-	-	৩২৮টি	৩৮৮ জন	৫৫ জন
৬	সিলেট	৯১টি	০৯ জন	-	৭৩টি	৮৮ জন	১০ জন
৭	বরিশাল	৪২টি	-	-	১১৯টি	২৬৫ জন	১৭ জন
৮	রংপুর	১৩৩টি	-	০১ জন	৮০টি	১১৯ জন	৩২ জন
	সর্বমোট=	৭৮৬টি	৫০ জন	৭৪ জন	১৬২৫টি	২৬৪২ জন	৩১৭ জন

ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও বুলবুল-এ গৃহীত কার্যক্রম

গত অর্থবছরে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও ঘূর্ণিঝড় বুলবুল-এর সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমাতে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে ফায়ার সার্ভিস। সকল ছুটি বাতিল করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার সকল ফায়ার স্টেশন স্ট্যান্ডবাই ডিউটিতে রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হয়। ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী উদ্ধারকাজে অংশ নেয় ফায়ার সার্ভিস। এছাড়া এসব ঘূর্ণিঝড়ের ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ার অংশ হিসেবে রাস্তাঘাটে জনমানব ও যান চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের সময় ১৯টি জেলায় ওয়াটার রেসকিউ টিম গঠন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও বুলবুল-এ গাছ উপড়ে পড়ে রাস্তা যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়লে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ফায়ার সার্ভিসের কর্মীগণ গাছ অপসারণ করে রাস্তা জনমানব ও যান চলাচলের উপযোগী করে তুলে।

ঘূর্ণিঝড়ের সময় ফায়ার সার্ভিসের গৃহীত ব্যবস্থাপনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:-

- ১৯টি জেলায় ওয়াটার রেসকিউ টিম গঠন।
- ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার সকল স্টেশনের ছুটি বাতিল করে স্ট্যান্ডবাই ডিউটি প্রদান।
- কেন্দ্রীয়ভাবে সার্বক্ষণিক তদারকির লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলে সার্বিক অবস্থা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ১১০টি ফায়ার স্টেশনের ১৭৪৫ জন জনবলকে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত রাখা।
- ১৬০৬ জনের ভলান্টিয়ার টিম প্রস্তুত রাখা।
- ১২৫টি টোয়িং ভেহিক্যাল, ২৯টি অ্যাম্বুলেন্স, ৬টি রেসকিউ বোট, ৪টি ডুবুরি দল ও ১০৭ সেট উদ্ধার সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা।
- ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হওয়ার পর ৯০টি স্থানে গাছ কেটে রাস্তা যান চলাচলের উপযোগীকরণ অভিযানে অংশগ্রহণ।
- পানিবন্দি মোট ৯০ জন লোককে প্রশাসনের সাথে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে সহযোগিতা প্রদান।

বৈদ্যুতিক লাইন/গ্যাস লাইন নিয়মিত পরীক্ষাকরণ

অগ্নি ঝুঁকি হ্রাস এবং অগ্নি দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে নিয়মিত নিজ নিজ দপ্তর/সংস্থার বৈদ্যুতিক সংযোগ, গ্যাস সংযোগ পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য গত ০৭/৯/২০১৭ ও ১৩/৫/২০১৯ তারিখে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি স্থাপনার সার্ভে প্রতিবেদন

ক্রম	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিদর্শনকৃত সংখ্যা	সর্বমোট
১	বিদ্যুৎ স্থাপনা	১৬০টি	১৬০টি
২	জ্বালানি স্থাপনা	২৯৮টি	২৯৮টি
		মোট =	৪৫৮টি

সাম্প্রতিকালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনায় গৃহীত কার্যক্রম

বায়তুস সালাত জামে মসজিদ, পশ্চিম তল্লারবাগ, নারায়ণগঞ্জে অগ্নি দুর্ঘটনা

গত ০৪-৯-২০২০ তারিখ ২০:৪৬ মিনিটের সময় বায়তুস সালাত জামে মসজিদ, পশ্চিম তল্লারবাগ, নারায়ণগঞ্জে অগ্নি দুর্ঘটনা ও বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। সংবাদ পেয়ে হাজিগঞ্জ ফায়ার স্টেশন হতে ১ম কল ও ২য় কল গাড়ি-পাম্প ও জনবলসহ দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অগ্নিনির্বাপণ ও হতাহতদের উদ্ধারে অংশগ্রহণ করে। পরে পর্যায়ক্রমে উপসহকারী পরিচালক-নারায়ণগঞ্জ, উপপরিচালক, ঢাকা বিভাগ এবং পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) দুর্ঘটনাস্থলে গমন করেন। পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অপারেশনাল কাজ পরিচালিত হয়। উক্ত দুর্ঘটনায় মসজিদে নামাজরত ৩৮ জন মুসল্লি আগুনে দগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। আহতদের ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় জনগণ কর্তৃক উদ্ধার করে প্রাথমিকভাবে স্থানীয় ভিক্টরিয়া হাসপাতাল ও পরবর্তীতে শেখ হাসিনা বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। উক্ত ঘটনা তদন্তের নিমিত্তে পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ)-এর নেতৃত্বে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চডুবি (শ্যামবাজার পয়েন্টে)

গত ২৯-৬-২০২০ খ্রিঃ ০৯:২৫ ঘটিকায় ফরাশগঞ্জঘাট, শ্যামবাজার পয়েন্টে বুড়িগঙ্গা নদীতে মর্নিং বার্ড নামের লঞ্চটি ডুবে যায়। দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে সদরঘাট নদী ফায়ার স্টেশন হতে অগ্নিশাসক, কেবিন ক্রু স্পিডবোটসহ ডুবুরিদল দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজে অংশ নেয়। পরে পর্যায়ক্রমে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দুর্ঘটনাস্থলে গমন করেন। মহাপরিচালকের নির্দেশনা নিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিদল ২৫ (পঁচিশ) জন ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে। ফায়ার সার্ভিসের সহযোগী অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ৯ (নয়) জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এতে মোট ৩৪ (চৌত্রিশ) জন ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ ১৩ ঘণ্টা পর ১ জন ব্যক্তিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস। ০৩-০৭-২০ তারিখ ১৯:৪৫ মিনিট সময় মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক উপপরিচালক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক উক্ত উদ্ধারকার্য সমাপ্ত করা হয়।

গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতালে আগুন

২৭-৫-২০২০ তারিখ ইউনাইটেড হাসপাতাল, গুলশান-২, রোড-৭১, ঢাকায় অগ্নি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সংবাদ পেয়ে বারিধারা ফায়ার স্টেশন দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং মহাপরিচালক দুর্ঘটনাস্থলে গমন করেন। মহাপরিচালক মহোদয়-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২২:০৪ মিনিটের সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ২২:২৫ মিনিটের সময় উক্ত আগুন সম্পূর্নভাবে নির্বাপণ করা হয়। দুর্ঘটনাস্থল থেকে ফায়ার সার্ভিস ৫ (পাঁচ) জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। আগুনে উক্ত হাসপাতালের (৮০×৪০) ফুট পরিমাপের ৪ (চার) কক্ষ বিশিষ্ট করোনা আইসোলেশন কক্ষের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত আগুন লাগার প্রকৃত কারণ ও আগুনে ক্ষতি এবং উদ্ধারের পরিমাণ নিরূপণের নিমিত্তে পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ)-এর সভাপতিত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর সদস্যদের অগ্নিনির্বাপণের স্থিরচিত্র

মিরপুর-৬-এর রূপনগর বস্তিতে অগ্নিকান্ড

গত ১১-৩-২০২০ তারিখ ০৯:৪৪ ঘটিকার সময় মিরপুর-৬-এর ২ নং মনিপুরী স্কুলের পাশের রূপনগর বস্তিতে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। সংবাদ পেয়ে প্রথমে মিরপুর ফায়ার স্টেশন দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে অগ্নিনির্বাপণে অংশ নেয়। একই সাথে পর্যায়ক্রমে কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশন, তেজগাঁও ফায়ার স্টেশন, ক্রাউড কন্ট্রোল টিম, উত্তরা ফায়ার স্টেশন, কল্যাণপুর ফায়ার স্টেশন, সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন, মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন, পূর্বাচল ফায়ার স্টেশন, পলাশী ফায়ার স্টেশন আগুনে গমন করে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়ও আগুনে গমন করেন। পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ)-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১২:৩০ ঘটিকার সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ১৫:৪৫ ঘটিকার সময় সম্পূর্নভাবে নির্বাপিত হয়। আগুনে ৪০০ (চার শত) বস্তিঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগুনে ২ জন বিভাগীয় কর্মী এবং ১ জন মহিলা আহত হন।

ঢাকার মগবাজারের দিলু রোডে অগ্নিকান্ড

গত ২৭-২-২০২০ তারিখ ০৪:৩০ মিনিটের সময় ৪৫/এ দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন, মগবাজার, ঢাকায় অগ্নি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সংবাদ পেয়ে তেজগাঁও ফায়ার স্টেশন এবং সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন প্রয়োজনীয় জনবল ও গাড়ি-পাম্প নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজে অংশ নেয়। পরে জোন প্রধান, সহকারী পরিচালক, ঢাকা, উপপরিচালক, ঢাকা বিভাগ আগুনে গমন করেন। ০৫:০৬ ঘটিকার সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ০৫:৩০ ঘটিকার সময় তা সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। দুর্ঘটনাস্থল থেকে আটকেপড়া ১৫ জনকে উদ্ধার করে ৬ জনকে হাসপাতোলে পাঠানো হয়। এ ছাড়া ১ জন পুরুষ, ১ জন মহিলা ও ১ শিশুকে মৃত উদ্ধার করা হয়। দুর্ঘটনার বিস্তারিত জানতে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

বনানীর টিএন্ডটি বস্তিতে অগ্নিকান্ড

গত ০৮-২-২০২০ তারিখ ০৩:২৮ ঘটিকার সময় বনানীস্থ ১ নং রোডের টিএন্ডটি বস্তিতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। সংবাদ পেয়ে তেজগাঁও ফায়ার স্টেশন, বারিধারা ফায়ার স্টেশন, কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশন, মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন, সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন, টংগী ফায়ার স্টেশন, উত্তরা ফায়ার স্টেশন, খিলগাঁও ফায়ার স্টেশন, পূর্বাচল ফায়ার স্টেশন এবং বাণিজ্যমেলায় ডিউটিরত বিশেষ পানিবাহী গাড়িসহ প্রয়োজনীয় অন্য গাড়ি-পাম্প, জনবল ও ক্রাউড কন্ট্রোল টিম নিয়ে অগ্নিনির্বাপণে অংশ নেয়। পরবর্তীতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ অগ্নিদপ্তরের মহাপরিচালক দুর্ঘটনাস্থলে গমন করেন। মহাপরিচালক এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ০৫:০০ ঘটিকার সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং

০৭:০০ ঘটিকার সময় উক্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। আগুনে দুই শতাধিক বস্তিঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়; তবে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

গত ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে সারা দেশে সংঘটিত অগ্নি দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান

আগুনের সংখ্যা	আনুমানিক ক্ষতি	আনুমানিক উদ্ধার	নৌ দুর্ঘটনা	সড়ক দুর্ঘটনা	অন্যান্য দুর্ঘটনা	আহত	নিহত
২২৯৯২	১৮৯৩২০২৮৪৪	২৬১১১৯৫৪৭৩৬	৬১১	৮৫২৫	১৬৬৮	১৪৬৫১	১৯৩৪

প্রশাসনিক কার্যক্রম

বিভিন্ন পদের পদমর্যাদা ও বেতনগ্রেড উন্নীতকরণ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের ধরন ও ব্যাপ্তি বিবেচনায় সরকারি অনুমোদনক্রমে নিম্নবর্ণিত পদসমূহের বেতনগ্রেড/বেতনস্কেল নিম্নরূপভাবে উন্নীত করা হয়েছে:

ক্রঃ	পদের নাম	পূর্বের বেতনগ্রেড	উন্নীত বেতনগ্রেড
১	ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর	১২	১১
২	স্টেশন অফিসার/সমমান	১৩	১২
৩	লিডার	১৭	১৬
৪	ফায়ারম্যান/নার্সিং এ্যাটেন্ডেন্ট/ডুবুরি	১৮	১৭

শৃংখলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা।	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি / বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
মোট মামলা ৯১টি (আগের-৫৩টি+নতুন-৩৮টি)	০	০	২৮	২৮	৬৩

জাইকার অর্থায়নে ১০ তলা সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ অনুমোদন

ফায়ার সার্ভিস হেডকোয়ার্টার্সকে মিরপুরস্থ ট্রেনিং কমপ্লেক্সে স্থানান্তর করা এবং ট্রেনিং কমপ্লেক্সকে একাডেমিতে রূপান্তর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মিরপুরের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে জাইকার আর্থিক সহায়তায় ১০ তলা সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ করা হবে। এ বিষয়ে 'আরবান বিল্ডিং সেফটি' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যা বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রজেক্টের আওতায় সদর দপ্তরে বহুতল ভবন নির্মাণসহ ৬টি ফায়ার স্টেশনের বিদ্যমান ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরি এবং ৪টি জরাজীর্ণ ভবনের রেক্টোফিটিংয়ের কাজ করা হবে।

জাইকার অর্থায়নে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর নতুন সদর দপ্তরের নাইট ও ডে ভিউ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদস্যপদ অর্জন

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বেশকিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ এ্যাডভাইজরি গ্রুপ (INSARAG); ইন্টারন্যাশনাল ফায়ার চিফস এ্যাসোসিয়েশন অব এশিয়া (IFFCAA), ন্যাশনাল প্লাটফরম ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ইন বাংলাদেশ; বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজরি কমিটি; বাংলাদেশ আর্থকোয়াক প্রিপেয়ার্ডনেস এ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস কমিটি ইত্যাদি।

ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীদের বিপদ-আপদে ও পারিবারিক কল্যাণে মানবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গত ০৬-১২-২০১৬ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রাস্টের অনুকূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুগ্রহপূর্বক ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে গত ০৪-১১-২০১৮ তারিখে ২০ কোটি টাকা সিডমানি প্রদান করেছেন।

ফায়ার সার্ভিস ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট-এর গত আর্থিক বছরের কার্যক্রম

ক্র	ব্যয়ের বিবরণ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১.	আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে দিনাজপুরে ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।	১,০১,২৫,১৪৭/-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদান ২০ কোটি টাকা সিডমানি-এর লভ্যাংশের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১,৩৯,১১,১৪৭ টাকার কাজ করা হয়েছে।
০২.	সাহসিকতার সংগে দায়িত্ব পালনকারী কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শহিদ পরিবারের সদস্যগণের অনুকূলে আর্থিক অনুদান প্রদান	১০,৬৬,০০০/-	
০৩.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য স্টাফ বাস ক্রয় ও চালু করণ	২৭,২০,০০০/-	

অপারেশনাল কাজে জীবন উৎসর্গকারী অকুতোভয় ফায়ারকর্মী

শহীদ ফায়ারম্যান আব্দুল মতিন: রাজশাহী জেলার গোদাগাড়িতে জঙ্গীবিরোধী অভিযানে গত ১১-০৫-২০১৭ তারিখে ফায়ারম্যান আব্দুল মতিন শাহাদত বরণ করেন। তার সাহসিকতা এবং বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তার পরিবারের অনুকূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল, বাংলাদেশ পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর পক্ষ হতে ১০ লাখ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

শহীদ ফায়ারম্যান মোঃ সোহেল রানা: বনানীস্থ এফ আর টাওয়ার এর অগ্নি দুর্ঘটনায় অপারেশনাল কাজে অংশ নিয়ে ফায়ারম্যান মোঃ সোহেল রানা গুরুতর আহত হন। সরকারের উদ্যোগে চিকিৎসার জন্য তাঁকে গত ০৫-০৪-২০১৯ তারিখে সিঙ্গাপুর প্রেরণ করা হলে তিনি গত ০৮-০৫-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে তাঁর মাতা-পিতার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, শোকসন্তপ্ত পরিবারের ১ (এক) জন সদস্যকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে চাকরি প্রদান করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুশাসন অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক উপজেলায় অন্যূন ১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান। এজন্য বর্তমানে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৮১টি নতুন ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে। তন্মধ্যে এ শ্রেণির ১টি, বি শ্রেণির ৬৩টি এবং সি শ্রেণির ১৭টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নতুনভাবে সৃজিত ফায়ার স্টেশনসমূহের বিপরীতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত জনবল নিয়োগ করা হয়েছে:

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জনবল নিয়োগের বিবরণী

ক্রঃ	মাসের নাম	পদের শ্রেণি				মোট
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	
১.	সেপ্টেম্বর, ২০১৯	-	-	-	৮৮১	৮৮১
২.	নভেম্বর, ২০১৯	-	-	৭০	-	৭০
৩.	ডিসেম্বর, ২০১৯	-	-	০৭	-	০৭
৪.	ফেব্রুয়ারি, ২০২০	-	-	৬৭	-	৬৭
৫.	মার্চ, ২০২০	-	-	০৭	০১	০৮
	সর্বমোট =	-	-	১৫১	৮৮২	১০৩৩

* গত আর্থিক বছরে অধিদপ্তরের মোট ১০৩ জন কর্মকর্তার অবসরজনিত পেনশন কেস নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

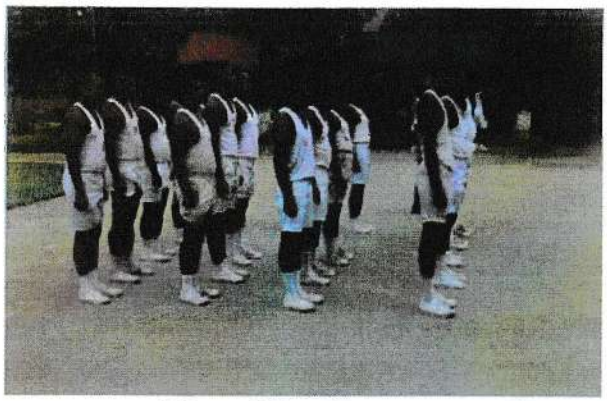

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এ নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগে শারীরিক পরীক্ষার চিত্র

অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ

দেশে অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে গত ০১-০৪-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গত ১৩-০৫-২০১৯ ও ১৯-০৬-২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ে দিনব্যাপী মহড়া পরিচালনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ০২-০৫-২০১৯ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য এ সংক্রান্তে গত ১৬-০৫-২০১৯ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত বিএনবিসি সংশোধন করার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা প্রেরণ করা হয়েছে:

ক্রঃ	বিষয়	বিএনবিসি, ২০০৬	বিএনবিসি, ২০১৭	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মন্তব্য
১	বহতল ভবনের সংজ্ঞা	৬ তলা বা ২০ মিটারের উর্ধ্বের উচ্চতাসম্পন্ন ভবন (পৃ: ১০২৭২)	১০ তলা বা ৩৩ মিটারের উর্ধ্বের উচ্চতাসম্পন্ন ভবন (পার্ট ১, চ্যাপ্টার-২, পৃ: ৪)	(১) ৬ বা ২০ মিটার পর্যন্ত ভবনে স্থানীয় ফায়ার স্টেশনের ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে অগ্নিনির্বাপণ সম্ভব। অপরদিকে ১০তলা বা ৩৩ মিটার পর্যন্ত ভবনে স্থানীয় ফায়ার স্টেশনের ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে অগ্নিনির্বাপণ সম্ভব নয়। (২) বিএনবিসি ২০০৬ মোতাবেক ৬ তলা বা ২০ মিটারের উর্ধ্বের ভবনের অভ্যন্তরীণ অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে বিএনবিসি ২০১৭ মোতাবেক ১০তলা বা ৩৩ মিটারের উর্ধ্বের ভবনের অভ্যন্তরীণ অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক। বিএনবিসি ২০১৭ মোতাবেক ১০তলা বা ৩৩ মিটার পর্যন্ত ভবনের অভ্যন্তরীণ অগ্নি নিরাপত্তা বাধ্যতামূলক না থাকায় উক্ত ভবনসমূহের অগ্নি নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের নজরদারির মধ্যে থাকবে না। এতে করে জননিরাপত্তা বহুলাংশে বিঘ্নিত হবে। উল্লেখ্য 'ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডিং কোড' এ ২৩ মিটার এবং ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কোড' এ ১৫ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন ভবনকে বহতল ভবন বলা হয়েছে।
২	ফায়ার অথরিটি কর্তৃক ফায়ার সেফটি প্ল্যান	অন্তর্ভুক্তি (ধারা-৩.২.১০.২, পৃ: ১০২৯৪)	বাদ দেয়া হয়েছে	ফায়ার সেফটি প্ল্যান পরীক্ষণের দায়িত্ব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের হাতে ন্যস্ত না থাকলে এতদসংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

* বিএনবিসি = বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড

৩	ফায়ার সেফটি প্ল্যান এর প্রয়োজনীয়তা	ধারা-৩.২.৩.৬ (পৃ: ১০২৯১)	ফায়ার প্রটেকশন প্ল্যান এর প্রয়োজনীয়তা (ধারা ৫.১.৬, চ্যাপ্টার-৫, পার্ট-৪)	ফায়ার সেফটি প্ল্যান' এ ভবনের অগ্নি নিরাপত্তা, ফায়ার ইকুইপমেন্ট মেইনটেনেন্স, নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব কর্তব্য, ফায়ার ড্রিল, হ্যাজার্ড আইডেন্টিফিকেশন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। ফায়ার সেফটি প্ল্যান বাস্তবায়িত হলে জননিরাপত্তা অধিকতর নিশ্চিত করা যাবে। এ প্রেক্ষাপটে ফায়ার সেফটি প্ল্যান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন এর বিষয়টি বিএনবিসি ২০১৭ এর ধারা ৫.১.৬, চ্যাপ্টার-৫, পার্ট-৪ এ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।
৪	এ-৫ রেসিডেন্সিয়াল ভবন (হোটেল)	৬ তলা বা ২০ মিটার পর্যন্ত ভবনে ফায়ার সেফটি প্ল্যান প্রয়োজন নেই	১০ তলা বা ৩৩ মিটার পর্যন্ত ভবনে ফায়ার সেফটি প্ল্যান প্রয়োজন নেই	বিএনবিসি ২০১৭ মোতাবেক ১০ তলা বা ৩৩ মিটার পর্যন্ত ভবনে ফায়ার সেফটি প্ল্যান প্রযোজ্য না থাকায় উক্ত ভবনসমূহে অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। এতে করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভবনে অগ্নি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।
৫	এ-৩ রেসিডেন্সিয়াল ভবন (এ্যাপার্টমেন্ট)	১৬ ইউনিট বা ০৪ অকুপেন্সি ফ্লোর এর বেশি এ্যাপার্টমেন্টের জন্য ফায়ার এ্যালার্ম সিস্টেম বাধ্যতামূলক (পৃ:-১০,৩৫৭)	শুধুমাত্র ৩০ বা তদূর্ধ্ব ফ্লাট ভবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	বিএনবিসি ২০১৭ মোতাবেক ৩০ বা তদূর্ধ্ব ফ্লাট ভবনে ফায়ার এল্যার্ম সিস্টেম স্থাপন বাধ্যতামূলক করায় ৩০ বা তার নিম্ন সংখ্যাধারী ফ্লাট ভবনে ফায়ার এলার্ম সিস্টেম বাধ্যতামূলক না করায় অকুপেন্টগণ যথাসময়ে আগুনের সংকেত পাবে না এবং জরুরি বহির্গমন করতে পারবেন না। ফলে উক্ত ভবনসমূহের অগ্নি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।
৬	বি-এডুকেশনাল ভবন	৫০০ বর্গমিটার এরিয়ার জন্য প্রযোজ্য নয়	১০ তলা বা ৩৩ মিটার পর্যন্ত ভবনে প্রয়োজন নেই	বিএনবিসি ২০১৭ মোতাবেক ১০ তলা বা ৩৩ মিটার পর্যন্ত ভবনে ফায়ার সেফটি প্ল্যান প্রযোজ্য না থাকায় উক্ত ভবনসমূহে অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।
৭	সি-ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং ফর কেয়ার	৫০০ বর্গমিটার এরিয়ার জন্য প্রযোজ্য নয়	৯৩০ বর্গমিটার পর্যন্ত এরিয়ার জন্য প্রযোজ্য নয়	বিএনবিসি ২০১৭ মোতাবেক ৯৩০ বর্গমিটার এরিয়া পর্যন্ত ভবনে ফায়ার সেফটি প্ল্যান প্রযোজ্য না থাকায় উক্ত ভবনসমূহে অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।
৮	ডি হেল্থ কেয়ার (হসপিটাল অ্যান্ড আদার্স)	৬তলা বা ২০ মিটার পর্যন্ত ভবনে প্রয়োজন নেই	১০ তলা বা ৩৩ মিটার পর্যন্ত ভবনে প্রয়োজন নেই	বিএনবিসি ২০১৭ মোতাবেক ১০ তলা বা ৩৩ মিটার পর্যন্ত ভবনে ফায়ার সেফটি প্ল্যান প্রযোজ্য না থাকায় উক্ত ভবনসমূহে অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। হাসপাতাল ভবনসমূহে অনেক রোগী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকেন। যদি হাসপাতাল ভবন ১০ তলা ভবন হয় এবং বিএনবিসি ২০১৭ মোতাবেক ফায়ার সেফটি প্ল্যান প্রয়োজন না হয় তাহলে উক্ত ভবনে অগ্নি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং রোগী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের অগ্নি নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব হবে না। ফলে অনেক জীবনহানির আশঙ্কা সৃষ্টি হবে।

৯	ই -বিজনেস (অফিস, রিসার্চ, এসেনসিয়াল সার্ভিসেস)	৬তলা বা ২০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতাসম্পন্ন ভবনে প্রয়োজন নেই	১০তলা বা ৩৩ মিটার পর্যন্ত ভবনে প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু ম্যানুয়াল ফায়ার এ্যালার্ম ও পোর্টেবল ফায়ার এক্সটিংগুইসার প্রয়োজন।	বিএনবিসি ২০১৭ মোতাবেক ই-বিজনেস (অফিস, রিসার্চ, এসেনসিয়াল সার্ভিসেস) ভবনে শুধুমাত্র ম্যানুয়াল ফায়ার এ্যালার্ম ও পোর্টেবল ফায়ার এক্সটিংগুইসার স্থাপন বা সংরক্ষণ করলে শতভাগ জননিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। এক্ষেত্রে অন্যান্য ফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেমসহ অটোমেটিক ফায়ার এলার্ম এন্ড ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন করতে হবে। বহুতল ভবনের জন্য হাইড্রেন্ট ও স্প্রিংকলার সিস্টেম প্রয়োজন।
১০	এফ-মার্কেন্টাইল ভবন (শপস্, মার্কেট, রিফুয়েলিং স্টেশন)	৬তলা বা ২০ মিটার পর্যন্ত ভবনে প্রয়োজন নেই	৯৩০ বর্গমিটার এরিয়ার জন্য প্রযোজ্য নয়	বিএনবিসি ২০১৭ মোতাবেক ১০ তলা বা ৩৩ মিটার পর্যন্ত ভবনে ফায়ার সেফটি প্ল্যান প্রযোজ্য না থাকায় উক্ত ভবনসমূহের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে হাইড্রেন্ট ও স্প্রিংকলার সিস্টেম প্রয়োজন।
১১	আই-এ্যাসেম্বলি ভবন (অডিটোরিয়াম, কনভেনশন সেন্টার ইত্যাদি)	৫০০ বর্গমিটার এরিয়ার জন্য প্রযোজ্য নয়	৯৩০ বর্গমিটার এরিয়ার জন্য প্রযোজ্য নয়	বিএনবিসি ২০১৭ মোতাবেক ৯৩০ বর্গমিটার এরিয়া আছে এমন ভবনে ফায়ার সেফটি প্ল্যান প্রযোজ্য না থাকায় উক্ত ভবনসমূহে অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে হাইড্রেন্ট ও স্প্রিংকলার সিস্টেম প্রয়োজন।
১২	জে-হ্যাজার্ডাস ভবন	৫০০ বর্গমিটার এরিয়ার জন্য প্রযোজ্য নয়	০২ বা তদূর্ধ্ব ১৮৫৮ বর্গমিটার ফ্লোর এরিয়ার জন্য প্রযোজ্য	বিএনবিসি ২০১৭ মোতাবেক এক তলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল/ স্টোরেজ/ হ্যাজার্ডাস ভবনে এবং ০২ বা তদূর্ধ্ব ও ৪৭১৭ বর্গমিটারের উর্ধ্বের আয়তন বিশিষ্ট ভবনে ফায়ার সেফটি প্ল্যান প্রয়োজন নেই। ফলে উক্ত ভবনসমূহে অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। কারণ হ্যাজার্ডাস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, স্টোরেজ, গ্যারেজ ভবনসমূহ অত্যন্ত অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ। এ ধরনের ভবন সামগ্রিকভাবে ফায়ার সেফটি প্ল্যানের আওতায় আনা জরুরি।
১৩	জি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভবন	৫০০ বর্গমিটার এরিয়ার জন্য প্রযোজ্য নয়	০২ বা তদূর্ধ্ব ১,৮৫৮ বর্গমিটার ফ্লোর এরিয়ার জন্য প্রযোজ্য	
১৭	এল ইউটিলিটি ভবন		১০ তলা বা ৩৩ মিটারের উর্ধ্বে উচ্চতাসম্পন্ন ভবনে প্রয়োজন নেই।	বিএনবিসি ২০১৭ মোতাবেক একটি রেস্টুরেন্ট ও কিচেন সম্বলিত ১০ তলা ভবনের কোন অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজন নেই। ফলে উক্ত ভবনসমূহে অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

এছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ সচিবালয়ের বিভিন্ন ভবনের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিন পরীক্ষা করে ভবনভিত্তিক নিম্নবর্ণিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করে তা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে:

ভবন নং- ১ (৪ তলা বিশিষ্ট)	ভবন নং- ২ (৪ তলা বিশিষ্ট)	ভবন নং- ৩ (৪ তলা বিশিষ্ট)
• ফায়ার কন্ট্রোল রুম নেই; • ডিটেকশন ও এলার্ম সিস্টেম নেই; • সকল সিঁড়ি ছাদে ওপেন হয়নি; • ছাদে লাইটিং প্রটেকশন সিস্টেম নেই; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নেই;	• ফায়ার পাম্প সেট নেই; • আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার নেই; • হাইড্রেন্ট ও ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশন নেই; • রাইজার নেই; • ফায়ার কন্ট্রোল রুম নেই;	• ফায়ার পাম্প সেট নেই; • আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার নেই; • হাইড্রেন্ট ও ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশন নেই; • রাইজার নেই; • ফায়ার কন্ট্রোল রুম নেই;

• ফায়ার লিফট নেই; • পিএ সিস্টেম নেই; • ইমারজেন্সি এক্সিট নেই; • এক্সিট সাইন নেই; • কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ নেই।	• সিঁড়ি ১টি (ছাদে খোলা হয়নি তবে ১ নং ও ৩ নং ভবনের মাঝে প্রতি তলায় যাতায়াত করা যায়) • দরজার সুইং সঠিক নেই; • ডিটেকশন ও এলার্ম সিস্টেম নেই; • ছাদে লাইটিং প্রটেকশন সিস্টেম নেই; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নেই; • পিএ সিস্টেম নেই; • ইমারজেন্সি এক্সিট নেই; • এক্সিট সাইন নেই; • কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ নেই; • ফায়ার লিফট নেই।	• ৪টি সিঁড়ির মধ্যে কেবল মাত্র ১টি সিঁড়ি ছাদে ওপেন হয়েছে বাকি ৩টি সিঁড়ি ছাদে ওপেন নেই; • দরজার সুইং সঠিক নেই; • ডিটেকশন ও এলার্ম সিস্টেম নেই; • কোন রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয়নি; • ছাদে লাইটিং প্রটেকশন সিস্টেম নেই; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নেই; • ফায়ার লিফট নেই; • পিএ সিস্টেম নেই; • ইমারজেন্সি এক্সিট নেই; • এক্সিট সাইন নেই।
ভবন নং- ৪ (৯ তলা বিশিষ্ট) • ফায়ার পাম্প সেট নেই; • আলাদা আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার নেই; • রাইজার, হাইড্রেন্ট ও ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশন নেই; • ফায়ার কন্ট্রোল রুম নেই; • জরুরি নির্গমন সিঁড়ি ও ফায়ার লিফট নেই; • প্রতি ফ্লোরে সেফটি লবি নেই; • ৩টি সাধারণ সিঁড়ির মধ্যে কেবল ১টি সিঁড়ি ছাদে খোলা হয়েছে বাকি ২টি সিঁড়ি ছাদে খোলা নেই; • দরজার সুইং সঠিক নেই; • ডিটেকশন ও এলার্ম সিস্টেম নেই; • ছাদে লাইটিং প্রটেকশন সিস্টেম নেই; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নেই; • ফায়ার লিফট নেই; • পিএ সিস্টেম নেই; • এক্সিট সাইন নেই; • সেফটি লবি নেই।	ভবন নং- ৫ (৪ তলা বিশিষ্ট) • ফায়ার পাম্প সেট নেই; • আলাদা আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার নেই; • হাইড্রেন্ট ও ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশন নেই; • রাইজার নেই; • ফায়ার কন্ট্রোল রুম নেই; • সিঁড়ির প্রশস্থতা ৩.৫ ফুট (ছাদে খোলা হয়নি)। • দরজার সুইং সঠিক নেই; • ডিটেকশন ও এলার্ম সিস্টেম নেই; • ছাদে লাইটিং প্রটেকশন সিস্টেম নেই; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নেই; • ফায়ার লিফট নেই; • পি.এ সিস্টেম নেই; • ইমারজেন্সি এক্সিট নেই; • এক্সিট সাইন নেই; • কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ নেই।	ভবন নং- ৭ (৯ তলা বিশিষ্ট) • আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার নেই, তবে ৬ নং ভবনের পূর্বদিকের রিজার্ভার হতে রাইজারের সংযোগ আছে; • ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশন নেই; • ফায়ার কন্ট্রোল রুম নেই; • জরুরি নির্গমন সিঁড়ি ও ফায়ার লিফট নেই; • প্রতি ফ্লোরে সেফটি লবি নেই; • ৩টি সাধারণ সিঁড়ির মধ্যে কেবলমাত্র ১টি সিঁড়ি ছাদে খোলা হয়েছে বাকি ২টি সিঁড়ি ছাদে খোলা নেই; • দরজার সুইং সঠিক নেই; • ডিটেকশন ও এলার্ম সিস্টেম নেই; • কোন রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয়নি; • ছাদে লাইটিং প্রটেকশন সিস্টেম নেই; • ফায়ার লিফট নেই; • পি.এ সিস্টেম ও এক্সিট সাইন নেই; • ইমারজেন্সি এক্সিট নেই; • সেফটি লবি নেই; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নেই।
ভবন নং- ৮ (৪ তলা বিশিষ্ট) • আলাদা আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার আছে, ৭ নং ভবন হতে সংযুক্ত; • হাইড্রেন্ট সিস্টেম নেই; • ফায়ার কন্ট্রোল রুম নেই; • ৫০০ জন লোকের জন্য মাত্র ১ টি সিঁড়ি। সিঁড়ির প্রশস্থতা ৩.৫ ফুট (ছাদে খোলা হয়নি) হওয়ায় উদ্ধারের ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে; • পি.এ সিস্টেম নেই; • ইমারজেন্সি এক্সিট নেই;	ভবন নং- ৯ (৫ তলা বিশিষ্ট) • ফায়ার পাম্প সেট নেই; • হাইড্রেন্ট সিস্টেম নেই; • রাইজার নেই; • সিঁড়ি ছাদে ওপেন হয়নি; • ডিটেকশন সিস্টেম নেই; • পি.এ সিস্টেম নেই; • ইমারজেন্সি এক্সিট নেই; • এক্সিট সাইন নেই; • ছাদে লাইটিং প্রটেকশন সিস্টেম নেই;	ভবন নং- ১০ (২ তলা বিশিষ্ট) • এক্সিট সাইন নেই; • আলাদা আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার নেই; • হাইড্রেন্ট সিস্টেম নেই; • রাইজার নেই; • ফায়ার কন্ট্রোল রুম নেই; • ডিটেকশন ও এলার্ম সিস্টেম নেই; • ছাদে লাইটিং প্রটেকশন সিস্টেম নেই; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে

• এক্সিট সাইন নেই; • দরজার সুইং সঠিক নেই; • ডিটেকশন ও এলার্ম সিস্টেম নেই; • ছাদে লাইটিং প্রটেকশন সিস্টেম নেই; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নেই।	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নেই।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নেই।
পরিবহন পুল ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (কার পার্কিং এবং ১২ ও ৫ তলা বিশিষ্ট) • ফায়ার পাম্প সেট নেই; • পি.এ সিস্টেম নেই; • এক্সিট সাইন নেই; • আলাদা আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার নেই; • ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কানেকশন ও হাইড্রেন্ট সিস্টেম নেই; • ফায়ার কন্ট্রোল রুম নেই; • জরুরি নির্গমন সিঁড়ি ও ফায়ার লিফট নেই; • প্রতি ফ্লোরে সেফটি লবি নেই; • ১২ তলা ভবনে ১টি মাত্র সিঁড়ি; • ৫ তলা ভবনে ২টি সিঁড়ি (১টি সিঁড়ি ছাদে খোলা হয়েছে); • ডিটেকশন ও এলার্ম সিস্টেম নেই; • কোন রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয়নি; • ছাদে লাইটিং প্রটেকশন সিস্টেম নেই; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নেই; • পার্কিং এ স্প্রিংকলার সিস্টেম নেই।	**৫টি টিনশেড (গণপূর্ত ভবন)** • এলার্মিং ও ডিটেকশন সিস্টেম নেই; • ফায়ার কন্ট্রোল রুম নেই; • পর্যাপ্ত এক্সটিংগুইসার নেই • ছাদে লাইটিং প্রটেকশন সিস্টেম নেই; • ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নেই; • এক্সিট সাইন নেই; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নেই।	

জনবল কাঠামো

ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রেণিভিত্তিক পদ সৃজন এবং জনবল নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত সৃজিত পদসংখ্যা, কর্মরত জনবল এবং শূন্যপদের সংখ্যা নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

ক্রঃ	শ্রেণি	বর্তমানে কর্মরত	শূন্যপদ সংখ্যা	অনুমোদিত পদ সংখ্যা
১.	১ম শ্রেণি (গ্রেড ০১ হতে ০৯ পর্যন্ত)	৪১	০৭	৪৮
২.	২য় শ্রেণি (গ্রেড ১০ হতে ১২ পর্যন্ত)	৬৪৯	৪১১	১,০৬০
৩.	৩য় শ্রেণি (গ্রেড ১৩ হতে ১৬ পর্যন্ত)	৩,১২১	৬৬২	৩,৭৮৩
৪.	৪র্থ শ্রেণি (গ্রেড ১৭ হতে ২০ পর্যন্ত)	৭,০৮২	১,১৩৭	৮,২১৯
	সর্বমোট =	**১০,৮৯৩**	**২২১৭**	**১৩,১১০**

গত অর্থবছরে ১ম শ্রেণির পদে ১২ জন, ৩য় শ্রেণিতে ৩৯ জনসহ অধিদপ্তরের মোট ৫১ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকান্ড সুষ্ঠু টেলি ও বেতার যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। টেলিফোনের মাধ্যমেই জনসাধারণ এ অধিদপ্তরের সেবা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া উন্নতমানের বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে এ বিভাগের অপারেশনাল কর্মকান্ডের তথ্য আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। বেতার যোগাযোগকে সমৃদ্ধ ও আধুনিক করতে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি সারা দেশে বিদ্যমান ফায়ার স্টেশনগুলোকে মোবাইল ফোনের আওতায় আনা হয়েছে। ফলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনগণ এখন ফায়ার সার্ভিসের সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ফায়ার সার্ভিসের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার বর্তমান চিত্রঃ

বেতার কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

সরঞ্জামের নাম	বিভাগের নাম							
	ঢাকা	চট্টগ্রাম	রাজশাহী	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রংপুর	ময়মনসিংহ
রিপিটার	১৫	৪	৫	৫	৩	৩	৪	১
বেইজ ওয়্যারলেস	৭৩	৪৮	৪১	৩৪	২৭	১৩	৩৬	২৬
কার মোবাইল	২৫০	৭০	১৬৯	৮৬	৩৫	৪৮	৫১	১০০
ওয়াকিটকি	৪০০	৮১	৭৫	৬১	২৭	৩৫	৬৭	৮০
মোবাইল	১৬৮	৮৬	৬৪	৫০	৪৮	২৫	৫১	৩৯
জনবল	২	২	১	২	৩	২	-	-

উন্নয়ন শাখার মাধ্যমে উন্নয়ন ও সংস্কার কাজের বিবরণ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও খরচের বিবরণ (আবাসিক ভবন খাত)

১. ট্রেনিং কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন বিভাগে বন্টনকৃত বরাদ্দ = ৪,৩৯,৭০,৫৯৬/-

২. অধিদপ্তর, পূর্বাচল কমপ্লেক্স, ঢাকা এবং অন্যান্য বিভাগের ফায়ার স্টেশনসহ আবাসিক ভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজের খরচ = ৭,০৪,২৭,৭৩২/-

- **সর্বমোট বরাদ্দ = ১১,৪৪,০০,০০০/- এবং ব্যয় = ১১,৪৩,৯৮,৩২৮/-; অবশিষ্ট = ১,৬৭২/- মাত্র**

অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় স্টোরের মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ

২০১৯-২০ অর্থবছরে ই-জিপি টেন্ডার, উন্মুক্ত টেন্ডার, সরাসরি ও স্থানীয় কোটেশনে ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণীঃ-

ক্রমিক	টেন্ডারের ধরন	সংখ্যা	মোট টাকা
০১।	ই-জিপি টেন্ডারের সংখ্যা	১৭টি	১০,৭৬,২৬,৮২৬.২৪
০২।	উন্মুক্ত টেন্ডারের সংখ্যা	০১টি	৪০,৬,১২,২১৬.৬০
০৩।	স্থানীয় কোটেশনের সংখ্যা	২৫৭টি	৭,২১,৭৫,২৮৩.০০
০৪।	সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ার সংখ্যা	১০টি	৩,০১,৩০,৮৪০.০০
		সর্বোমোট =	২৫,০৫,৪৫,১৬৫.০০

সর্বমোট = পঁচিশ কোটি পাঁচ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার এক শত পঁয়ষট্টি টাকা

প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম ও অগ্রগতির সার্বিক বিবরণ

সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণ:

১	**মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প:** প্রকল্পটি ২২৬৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন/২০১৯ সালে সমাপ্ত হয়েছে। এটি একটি সরঞ্জাম সংগ্রহ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় ৫৭ প্রকার সরঞ্জাম সংগ্রহ সম্পন্ন করে বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনে সরবরাহ দেয়া হয়েছে।
২	**৪০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এয়ার ব্রিদিং এবং গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং গ্যালারি এবং ঘাটতি ফায়ার ফাইটিং রেসকিউ সরঞ্জাম সংগ্রহ প্রকল্প:** প্রকল্পটি ৫৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন/২০১৯ সালে সমাপ্ত হয়েছে। এটি একটি সরঞ্জাম সংগ্রহ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় ৪৫ প্রকার প্রশিক্ষণ ও উদ্ধার সরঞ্জাম সংগ্রহ সম্পন্ন করে বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনে সরবরাহ দেয়া হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ:

১	**দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:** ১২৫৭৯৯.৮৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত । এ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে এ শ্রেণির-৫টি, বি শ্রেণির-১৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৬৪টি ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে, ৭৬টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ চলছে। এছাড়া ৭টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজের দরপত্র আহবান/মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন, ২টি ফায়ার স্টেশনের জমি অধিগ্রহণে মামলা এবং ৭টি ফায়ার স্টেশনের অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৫.০৫%। জুন, ২০২১ সালের মধ্যে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।
২	**দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প :** ৪১৯৩৭.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক ২য় সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১১ থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত । এ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে এ শ্রেণির-১৩টি, বি শ্রেণির-৩৩টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১৬টি ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে, ২০টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়া ১টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন, ৩টি ফায়ার স্টেশনের জমি অধিগ্রহণে মামলা এবং ৬টি ফায়ার স্টেশনের অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৪০.৪৭%। জুন, ২০২১ সালের মধ্যে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।
৩	**১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:** ৬২৯৭৩.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত । এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের ৪টি জেলার ৭টি উপজেলা/থানায় ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৬টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ চলছে। এছাড়া ১টি ফায়ার স্টেশনের জমি অধিগ্রহণ শেষ পর্যায়ে এবং ৪টি ফায়ার স্টেশনের অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ১০.০৪%। প্রকল্পটির ১বছর সময় বৃদ্ধিসহ ১ম সংশোধন প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনাধীন রয়েছে। জুন/২০২২ সালের মধ্যে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।

(৪)	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প:** ১৬৫১৯.৯৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত । এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি স্টেশনে ডুবুরি ইউনিট এর সাজসরঞ্জাম এবং ২১ জন ডুবুরিসহ স্কুবা ডাইভিং এর জন্য সর্বমোট ১১৯টি পদ সৃজনের সংস্থান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি স্টেশনের জন্য ডুবুরি ইউনিট এর ৪৬টি আইটেমের ১০০৩টি সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১০টি আইটেম সরঞ্জামের ক্রয়কার্য শেষ হয়েছে, ২৭টি আইটেম সরঞ্জামের কারিগরি বি-নির্দেশ প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭টি আইটেমের কারিগরি বি-নির্দেশ প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের বিবেচনাধীন আছে।
(৫)	**স্ট্রেংথেনিং এবেলিটি অব ফায়ার ইর্মাজেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট:** ৮০৬২.৪০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর/২০২০ পর্যন্ত । প্রকল্পটির ১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় KOICA এর অর্থায়নে সদর দপ্তরে একটি Emergency Response Control Center (ERCC) নির্মাণসহ Hardware/Software, Software development/ Localization/ Customization, Field video System, Operation System Inspection এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এর সংস্থান রয়েছে। ERCC ভবন নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। অগ্রগতি ১৬%। ২০২১ সালের মধ্যে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিবরণ:

১	বঙ্গবন্ধু ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্প।
২	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প।
৩	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১০টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট (FARSOW) স্থাপন প্রকল্প।
৪	বহুতল ভবন ও দুর্গম এলাকায় অগ্নি নির্বাপণে সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প।
৫	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৮টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
৬	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫৭টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
৭	দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
৮	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৬টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
৯	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগীয় শহরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৭টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
১০	কক্সবাজার ডিএডি দপ্তরসহ কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সৈকত স্থল কাম নদী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
১১	ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ৫টি হেভি ইকুইপমেন্ট ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
১২	মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্প।

সাজ-সরঞ্জামাদি

গত ৬ জুলাই, ২০১৭ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সাজ-সরঞ্জাম প্রাধিকার কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং ২১৪ প্রকার সাজ-সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ক্রয়কৃত সাজ-সরঞ্জামাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাজ-সরঞ্জামাদির বিবরণ নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

২৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের বিবরণী			
ক্রমিক	সাজ-সরঞ্জামের নাম	সরঞ্জামের সংখ্যা	টাকা
০১।	ডাইভিং এ্যাপারেটাস	২০ সেট	৫০,৮৮,৮৮০.০০
০২।	ব্যাটারী চার্জার	২৫টি	১,১৯,৭০০.০০
০২।	এয়ার কমপ্রেসর মেশিন	২১টি	১,১৪,১৪,২৩৫.০০
০৩।	ব্রাঞ্চ পাইপ	২৫টি	৬,৮০,০০০.০০
০৪।	লক কাটার	৫২টি	৪,৫৬,৫৬০.০০
০৫।	কানেকটিং ব্রিচিং	২৭টি	২,৪২,৪৬০.০০
০৬।	ডিভাইডিং ব্রিচিং	২৭টি	৫,৬৮,৮৯০.০০
০৭।	হাইড্রোলিক স্প্রেডার	২৫টি	১,৬৯,৪৮,৯০০.০০
০৮।	হাইড্রোলিক কাটার	২৫টি	১,৬৫,৮৭,৫০০.০০
০৯।	হাইড্রোলিক র‍্যাম জ্যাক	২৫টি	১,৬৭,৮০,৩০০.০০
১০।	হাইড্রোলিক ডোর ওপেনার	২৫টি	২৪,১৪,৯৭৫.০০
১১।	ফায়ারম্যান এক্স উইথ পাউস	২৫০টি	৪,৩৫,০০০.০০
১২।	ডাইভিং এ্যাপারেটাস	২০ সেট	৫০,৮৮,৮৮০.০০
১৩।	চিপিং হ্যামার	২৫টি	১১,৭৪,৯৭৫.০০
১৪।	রিসিপ্রোকেটিং স	২৫টি	৭,৩১,২৫০.০০
১৫।	চেইন স (ইলেকট্রিক)	২৫টি	৫,৭০,৭৫০.০০
১৬।	রোটারি রেসকিউ স	২৫টি	১৫,৫২,৫০০.০০
১৭।	জেনারেটার (৫ কেভিএ)	২৫টি	৩৯,০০,০০০.০০
		মোট =	৭,৯৬,৬৬,৮৭৫.০০

রাজস্ব বাজেটের আওতায় সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের বিবরণী			
ক্রমিক	সাজ-সরঞ্জামের নাম	সরঞ্জামের সংখ্যা	টাকা
০১।	হেভি ডিউটি লাইট ইউনিট	০১টি	২,৯৩,৯০,৫২০.০০
০২।	পানিবাহী গাড়ি (১,৮০০ লিটার)	০১টি	১,২২,৯২,৩৫০.০০
০৩।	পোর্টেবল পাম্প (ছোট)	৭৩টি	১৪,৯৩,০৩,২৫০.০০
০৪।	টোয়িং ভিহিক্যাল (পিক-আপ টাইপ)	০২টি	৮১,৯০,০০০.০০
০৫।	রিমোট কনট্রোল ফায়ার ফাইটিং ট্রাক	০১টি	৬৯,৮৫,৫২০.০০
০৬।	কেমিক্যাল প্রোটেকশন স্যুট (লেভেল-বি)	১৫ সেট	৩৮,১৬,৬৬০.০০
০৭।	পোর্টেবল পাম্প (ছোট)	০৯টি	১,৮৪,০৭,২৫০.০০
		মোট =	২২,৮৩,৮৫,৫৫০.০০

ডুবুরি প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের বিবরণী			
ক্রমিক	সাজ-সরঞ্জামের নাম	সরঞ্জামের সংখ্যা	টাকা
০১।	ডাইভিং এ্যাপারেটাস	৪২ সেট	৯৪,২৬,৬৪৮.০০
০২।	এয়ার কমপ্রেসর মেশিন	০৭টি	৩৭,৯৯,৮৪৫.০০
০৩।	ক্যারাবিনা	৭০টি	১,৪০,০০০.০০

০৪।	ব্লাংকেট (পিপিই)	৭০টি	১,৪০,০০০.০০
০৫।	ফাস্ট এইড বক্স	১৪টি	১,৪০,০০০.০০
০৬।	রিচার্জএবল টর্চ লাইট	১৪টি	৪৪,৮০০.০০
০৭।	লাইট ডিউটি রেসকিউ বোট	১৪টি	৪,২০,৮৮,৭৯২.২০
		মোট =	৫৫,৭৮,০০,৮৫.২০

১১ মডার্ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের বিবরণী			
ক্রমিক	সাজ-সরঞ্জামের নাম	সরঞ্জামের সংখ্যা	টাকা
০১।	পানিবাহী গাড়ি (৬৫০০ লিটার)	০৫টি	১২,৯৯,১৪,৯৯০.০০
০২।	বিশেষ পানিবাহী গাড়ি (১১০০০ লিটার)	০৫টি	১৪,৫১,৮২,৬০০.০০
০৩।	স্মোক ইজেক্টর	০২টি	৫,৫৮,৬০০.০০
০৪।	বিদ্রিং এ্যাপারেটাস	১০টি	১৮,৯৪,০০০.০০
০৫।	ফোম মেকিং ব্রাঞ্চ পাইপ উইথ ইনডাক্টর	২০টি	৯,৯৪,৮০০.০০
০৬।	ব্রাঞ্চ পাইপ (টারেক্স)	১০টি	২,৭২,০০০.০০
		সর্বমোট =	২৭,৮৮,১৬,৯৯০.০০

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা মুল্যায়ন

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাদিহি নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন সেবা সহজীকরণ, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অধিদপ্তরের সাথে আওতাধীন বিভাগীয়/ আঞ্চলিক অফিসসমূহের চুক্তি স্বাক্ষরিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের সাথে বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে তার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর ব্যাপক বিস্তারের কারণে নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক খসড়া মূল্যায়নে এ অধিদপ্তরের চুক্তি বাস্তবায়নের হার ৮৮.৯৭%। উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদন সূচক হলো: অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার কার্যক্রম ও চিকিৎসা সেবা পরিচালনা, দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শপিংমল, হাটবাজার, বিপণিবিতান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বহুতল/ বাণিজ্যিক ভবন ও বস্তি এলাকায় মহড়ার আয়োজন, টপোগ্রাফি, গণসংযোগ, অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থাদি জোরদারকরণে পরিদর্শন, ফায়ার লাইসেন্স, ছাড়পত্র প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ভূমিকম্প সম্পর্কে

সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসাধারণ, শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুত, ভলান্টিয়ারদের সতেজকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ২৫টি ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ৩৩টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-এর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের এপিএ টিম কাজ করছে এবং ১ জন কর্মকর্তাকে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া গত ২৩ জুলাই ২০২০ সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের এবং ২৭ জুলাই ২০২০ মাঠ পর্যায়ের সাথে অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি অন্য দপ্তরসমূহের মতো ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরেও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রবর্তন হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন বিভাগীয়/ আঞ্চলিক অফিসসমূহের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরেও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং এর বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া মূল্যায়নে এ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের হার ৯০.১৪%। শুদ্ধাচারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো: নৈতিকতা কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন, অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা-২০১৪ এর খসড়া পুনঃ প্রণয়নপূর্বক সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ, 'কর্মকর্তা ও কর্মচারী (বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৯' সংশোধন প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ, **ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সেবাবক্স হালনাগাদকরণ,** এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শাখা/অধিশাখা এবং অধীন অফিস পরিদর্শন ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ, গণশুনানি আয়োজন, ই-ফায়ার লাইসেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ৩৯টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির অধীন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-এর নেতৃত্বে ৯ সদস্যের নৈতিকতা উপকমিটি কাজ করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ৫টি সভা হয়েছে। তাছাড়া শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা অনুসরণ করে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অধিদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের ২৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রম

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। সরকার নির্দেশিত উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইনোভেশন টিম সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ২০১৯-২০২০

অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের তালিকা নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

ক্রঃনং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিবরণ	ঈপ্সিত ফলাফল	মন্তব্য
১	অনলাইনে বহুতল ভবনের অনাপত্তি সনদ;	প্রস্তাবিত বহুতল ভবন নির্মাণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রদত্ত অনাপত্তি সনদ অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান;	এটি একটি নাগরিক সেবা। সেবাটি অনলাইনে প্রদানের ফলে নাগরিকের TCV কমে গেছে এবং নাগরিকের ভোগান্তি হ্রাস পেয়ে সেবার মান (Q) বৃদ্ধি পেয়েছে।	বাস্তবায়িত
২	ই-ফায়ার লাইসেন্স (e-Fire License) চালুকরণ	নতুন করে ই-ফায়ার লাইসেন্স (e-Fire License) চালু করার মাধ্যমে অনলাইনে ফয়ার লাইসেন্স প্রদান;	এটি একটি নাগরিক সেবা। সেবাটি অনলাইনে প্রদানের ফলে নাগরিকের TCV কমে গেছে এবং নাগরিকের ভোগান্তি হ্রাস পেয়ে সেবার মান (Q) বৃদ্ধি পেয়েছে।	বাস্তবায়িত
৩	জেলা/বিভাগ হতে অধিদপ্তরে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ কার্যক্রম সহজীকরণ;	জেলা/বিভাগ হতে অধিদপ্তরে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ কার্যক্রম সহজীকরণ;	এটি একটি দাপ্তরিক সেবা। সেবাটি সহজ করার ফলে দাপ্তরিক কাজে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্ষিপ্ত হয়েছে, কাগজের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে এবং সময় সাশ্রয় হয়েছে। দাপ্তরিক কার্যক্রম সহজ হয়েছে।	বাস্তবায়িত
৪	ফায়ার রিপোর্ট (Fire Report) প্রদান কার্যক্রম সহজীকরণ;	অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক-দের ক্ষতির কারণ, পরিমাণ এবং উদ্ধার সম্বলিত ফায়ার রিপোর্ট অনুমোদন ও প্রদান কার্যক্রম সহজীকরণ;	এটি একটি নাগরিক সেবা। সেবাটি সহজ করার ফলে নির্দিষ্ট ক্লাস্টারের নাগরিকের TCV কমে গেছে এবং নাগরিকের ভোগান্তি হ্রাস পেয়ে সেবার মান (Q) বৃদ্ধি পেয়েছে।	বাস্তবায়িত
৫	অনলাইন/ ওয়েববেইজড হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ;	অনলাইনের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর যাবতীয় তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ চালু;	অনলাইনে সেবাটি প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের পেনশন, পদোন্নতিসহ তাদের প্রাপ্যদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একদিকে যেমন কর্তৃপক্ষের সময়ক্ষেপণ রোধ পাবে অন্যদিকে কর্মীগণের সময় সাশ্রয় হবে, ব্যয় হ্রাস পাবে এবং ভোগান্তি হ্রাস পাবে। নাগরিককে প্রদত্ত সেবার মান (Q) বৃদ্ধি পাবে।	বাস্তবায়িত
৬	ফায়ার সেফটি ট্রেনিং এর দাপ্তরিক কার্যক্রম অনলাইনকরণ;	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ফায়ার সেফটি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দাপ্তরিক কার্যক্রম অনলাইনকরণ;	প্রস্তাবিত নাগরিক সেবাটি অনলাইনে প্রদান করার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে TCV কমে যাবে এবং নাগিরকের ভোগান্তি হ্রাস পাবে। নাগরিককে প্রদত্ত সেবার মান (Q) বৃদ্ধি পাবে;	বাস্তবায়িত
৭	মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে নাগরিকদের অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান	অ্যাম্বুলেন্স কলের আদেনপত্র অনলাইনে পূরণের নিমিত্ত অ্যাপস/ সফটওয়্যার প্রস্তুত ও চালু করা এবং মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে সকলকে অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান;	প্রস্তাবিত নাগরিক সেবাটি অনলাইনে প্রদান করার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে TCV কমে যাবে এবং নাগিরকের ভোগান্তি হ্রাস পাবে এবং প্রদত্ত সেবার মান (Q) বৃদ্ধি পাবে;	শুধু এনড্রয়েড ভার্সনে করা হয়েছে। ইওএস ভার্সনে করার কাজ চলছে।
৮	দর্শনার্থী এবং ফায়ার লাইসেন্স প্রত্যাশীদের জন্য অপেক্ষাগার	দর্শনার্থীদের জন্য শৌচাগার সুবিধাসহ ফায়ার লাইসেন্স প্রত্যাশী নাগরিকগণের জন্য ইন্টারনেট সেবা ও পৃথক অপেক্ষাগার প্রস্তুত ও চালু;	সার্ভিস ইনোভেশনের ফলে ভোগান্তি কমবে। তাছাড়া লাইসেন্স প্রত্যাশী নাগরিকগণের জন্য নির্ধারিত অপেক্ষাগারে অনলাইনে আবেদনের জন্য প্রাযুক্তিক সুবিধা থাকায় সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।	বাস্তবায়িত

৯	ফায়ার ফাইটিং গেম	বিশেষত শিশু ও তরুণদের এক্সটিংগুইশারের মাধ্যমে অগ্নিনির্বাপণ কাজে আগ্রহী করে তুলতে কম্পিউটার গেম তৈরি এবং বিভিন্ন মেলা, বিভাগীয় সদর দপ্তর ও অধিদপ্তরে গেমিং আয়োজন;	বিশেষত শিশু ও তরুণদের অগ্নিনির্বাপণ কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়ে অগ্নিকান্ড হ্রাস পাবে	বাস্তবায়িত

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কাজ করে যাচ্ছে। এসডিজির নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

লক্ষ্যমাত্রা ১৩.১ : সকল দেশে জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিঘাত সহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(১) এসডিজির লক্ষ্যমাত্রার সাথে এ্যালাইন করে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অধিদপ্তরের এপিএ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ইস্তাম্বুল প্ল্যান অব এ্যাকশনের অগ্রাধিকারে এরিয়া Disaster Risk Reduction বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ইআরডিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে এবং বছর সমাপনান্তে ০১টি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে এসডিজি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অধিদপ্তরের ইন-হাউজ ট্রেনিং এ এসডিজি বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

(৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ১৫৬ প্রকল্প, ২৫ (৪৬) প্রকল্প, ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প, স্ট্রেংদেনিং অ্যাবিলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (SAFER) প্রকল্প, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ফর রোহিঙ্গা রিফিউজিসসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৪) সারাদেশে ভূমিকম্পসহ যে কোনো দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য ইতোমধ্যে ৪৬০৯৪ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসডিজি ট্র্যাকার সিস্টেমে নিয়মিত ডাটা প্রদান করা হচ্ছে এবং এ জন্য একজন কর্মকর্তাকে ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

(৫ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(৬) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সসহ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এসডিজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়েছে। এছাড়া ট্রেনিং কমপ্লেক্সের প্রশিক্ষণ মডিউলে বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৭) চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় এসডিজি বিষয়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে এবং আগামী অর্থবছরেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সেবামূলক বিশেষ কার্যক্রম

স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন

কক্সবাজার জেলার বালুখালী ও কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পে ২টি স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বালুখালীর কন্সট্রাকশন কাজ চলমান। কুতুপালং স্যাটেলাইট স্টেশনের কনস্ট্রাকশন সম্পন্ন করার পর স্যাটেলাইট স্টেশনটির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

মেলা ও প্রদর্শনীতে নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন

দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত রেসপন্স নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অমর একুশে গ্রন্থমেলাসহ বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীতে ফুলটাইম অগ্নি নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করা হয়ে থাকে। এর ফলে মেলায় স্থাপিত স্টল ও আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। কোনো কারণে উদ্ভূত কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে বিশেষ করে অগ্নি দুর্ঘটনার মতো ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে ওই সব অগ্নি নিরাপত্তা ইউনিট থেকে তাতে সাড়া প্রদান করা হয়।

উৎসবে-আয়োজনে ঘরমুখো মানুষকে নিরাপত্তা সেবা

ঈদ ও বিভিন্ন উৎসব-আয়োজনে শহর থেকে ঘরে ফেরার সময় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স লঞ্চ টার্মিনাল ও নৌপারাপার এলাকায় ডুবুরিসহ নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করছে। শিশু, বৃদ্ধ ও সাহায্য প্রয়োজন এমন মানুষকে তারা নৌযানে উঠতে-নামতে সহায়তা করছে। প্রতিবছরই নৌ-দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। এসব দুর্ঘটনায় মহিলা, প্রতিবন্ধী, বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশুদের লঞ্চ/ট্রলার ও বাসে উঠার ক্ষেত্রে যাতে দুর্ঘটনার শিকার হতে না হয় সে জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীগণ বিশেষ সহায়তা প্রদানসহ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং সতর্কতামূলক মাইকিং করে।

জরুরি সেবা প্রদান কার্যক্রমের বিবরণী

অগ্নিদুর্ঘটনা

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সর্বমোট অগ্নিকান্ডের সংখ্যা-২৪০৭৪টি, তন্মধ্যে গার্মেন্টস সেক্টরে অগ্নিকান্ডের সংখ্যা ১৬৫টি।
- ২৪০৭৪টি অগ্নিকান্ডে ক্ষতির পরিমাণ-৩৩০৪১২৮৭৪৪/- টাকা এবং উদ্ধারের পরিমাণ-১৪২২৯২৫৬০৪৫/- টাকা।
- গ্যাস সংক্রান্ত অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছে (এলপি গ্যাস, সিলিন্ডার গ্যাস ও সাধারণ পাইপলাইনের গ্যাস) ৮১৮টি। এতে ৬৯ জন আহত ও ২৫ জনের নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
- বয়লার সংক্রান্ত বিস্ফোরণ ও অগ্নি দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে ১১টি। এসব দুর্ঘটনায় ১০ জন আহত এবং ১৫ জনের নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
- এ আর্থিক বছরে বস্তিগুলোতে মোট ১৭৪টি অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় ৭,৩৩,১১,৮৯১ টাকার ক্ষতি হয়েছে এবং ফায়ার সার্ভিস ৩,১৭,৬১,১২৫ টাকার সম্পদ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

বিষয়	দুর্ঘটনার সংখ্যা	দুর্ঘটনায় আহত উদ্ধার	দুর্ঘটনায় নিহত উদ্ধার	দুর্ঘটনায় মোট উদ্ধার
সড়ক দুর্ঘটনা	৮৮১২	১৪৮৭২	১৭৭৩	১৬৬৪৫
নৌ দুর্ঘটনা	৮২০	৬৬৮	৬৮৫	১৩৫৩
ঘূর্ণিঝড়/ সাইক্লোন/ জলোচ্ছাস	৩৯	১৮	০৬	২৪
ভবনধস	৬৬	১১৯	২৬	১৪৫
পাহাড়ধস	২৭	২৮	১৩	৪১

উত্তম চর্চাসমূহ

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উদ্ধার ও শিবিরে দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দান

কক্সবাজারস্থ রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের ৮৫৯ জন আহত/ অসুস্থ শরণার্থীকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর নিজ অ্যাম্বুলেন্স যোগে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এছাড়া অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে উখিয়ার কুতুপালং এবং বালুখালিতে মোট ২টি স্যাটেলাইট স্টেশন অস্থায়ীভাবে চালু করে সংশ্লিষ্ট শিবিরসমূহে সংঘটিত ৬২টি অগ্নিকান্ড, ২টি পাহাড় ধস, ৯টি সড়ক দুর্ঘটনা, ২টি নৌ দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য ১০টি দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারী ২৫০ জনকে গত আর্থিক বছরে এবং মোট ১,৭৫০ জন শরণার্থীকে দুর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শরণার্থীদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধনকালে ফায়ার সার্ভিস ১৮টি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। শরণার্থীদের প্রতি ফায়ার সার্ভিস এর এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে একটি অনুসরণযোগ্য সাড়া হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে।

পশু-পাখি-প্রাণী উদ্ধার

কেবল অগ্নিকান্ড, সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনা বা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হলেই নয়, ছোট্ট থেকে ছোট্ট ঘটনায়ও ছুঁটে গিয়ে প্রাণ বাজি রাখছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্যমী কর্মীরা। মানুষ থেকে শুরু করে পশু-পাখি-প্রাণী যেখানে জীবন বিপন্ন বা সংকটাপন্ন সেখানেই ছুটে যাচ্ছে এ বাহিনীর কর্মীগণ। রাজশাহীতে তারে জড়িয়ে যাওয়া বসন্ত বাউরি উদ্ধার, বগুড়ার ধুনটে পরিত্যক্ত কূপে পড়ে যাওয়া ছাগল উদ্ধার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছ হতে আহত বাজ পাখি উদ্ধার, লালবাগে ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাংকে পড়ে যাওয়া কোরবানীর পশু উদ্ধার, বহুতল ভবনের কার্ণিশ হতে পোষা বিড়াল উদ্ধার প্রভৃতি নজর কেড়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর।

বন্যায় উদ্ধার কার্যক্রম ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উত্তরাঞ্চল ও হাওড় এলাকায় বন্যা হয়। বন্যায় কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, মৌলবীবাজার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের স্থানীয় ইউনিট ও ওয়াটার রেসকিউ ইউনিট সমন্বিতভাবে উপদ্রুত এলাকায় উদ্ধার কাজ পরিচালনার পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে। গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে বাঁধ সংরক্ষণ ও মেরামতে কাজে এ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ স্থানীয় লোকদের সাহায্য করে।

ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণা

ধূমপানে বিষপান। ধূমপানের ফলে ধূমপায়ী একদিকে যেমন নিজেকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে থাকে অন্যদিকে অসতর্ক ধূমপায়ীর জ্বলন্ত অবশিষ্টাংশ হতে সৃষ্ট আগুনে প্রতিবছর জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মূল কার্যাবলির একটি হওয়ায় মনস্তাত্ত্বিকভাবে ধূমপান পরিহারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিদপ্তরসহ আওতাধীন সকল দপ্তর ও স্টেশনকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরসহ আওতাধীন দপ্তর/স্টেশনের দর্শনীয় স্থানে "ধূমপানকে না বলুন" স্টিকার লাগানোর মাধ্যমে একে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করে আসছে। কর্মদক্ষতা, স্বচ্ছতা, সততা, কর্তব্য সম্পাদনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তথ্যপ্রযুক্তিতে উৎসাহ ইত্যাদি গুণাবলি বিবেচনায় গত আর্থিক বছরেও এ অধিদপ্তরের ২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ পুরস্কারের আওতায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের সনদপত্র এবং ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

করোনাভাইরাসকালীন সম্পাদিত কাজ

মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধনঃ ২৫ মার্চ সকাল সাড়ে ১১টায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তর থেকে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের শুভ উদ্বোধন করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন। এ সময় অধিদপ্তরের পরিচালকগণ এবং অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অধিদপ্তরের মেইন গেইট সংলগ্ন বঙ্গবাজার এলাকা থেকে শুরু হওয়া এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানের বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয় তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বঙ্গভবন, সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও তার আশপাশ এলাকাসহ এই কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে শহরের অন্যান্য স্থানে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রসারণ করা হবে।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে জীবাণুনাশক পানি স্প্রে

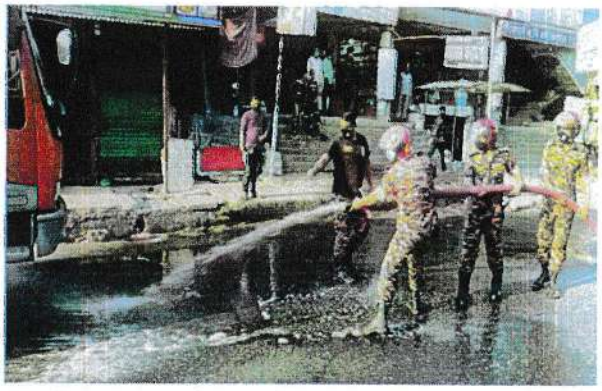

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে সারা দেশে জীবাণুনাশক পানি স্প্রে

অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম ও নির্দেশনাসমূহঃ করোনাভাইরাস-এর বিস্তার শুরু হওয়ার পর থেকে সরকারি নির্দেশনার আলোকে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ এবং এ বিষয়ে নিরাপদ থাকার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। সরকারি নির্দেশনার আলোকে সাধারণ অফিস বন্ধ রাখার সময়ও এ অধিদপ্তরের সকল অপারেশনাল কাজ চলমান রাখা হয়।

মনিটরিং সেল গঠনঃ করোনাভাইরাস প্রতিরোধে জরুরি তথ্য আদান-প্রদান এবং সার্বিক বিষয় প্রতিনিয়ত নজরদারি করার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ঢাকা বিভাগের উপপরিচালক জনাব দেবাশীষ বর্ধন এবং অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (অপারেশন) জনাব মোঃ আব্দুল হালিমের নেতৃত্বে সার্বক্ষণিক মনিটরিং সেল গঠন করা হয়। মনিটরিং সেল থেকে করোনা ভাইরাসের বিষয়ে বাংলাদেশর সকল বিভাগের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও গুরুত্বারোপ করা হয়।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তরে স্থাপিত মনিটরিং সেলের কার্যক্রমের স্থির চিত্র

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তরে স্থাপিত মনিটরিং সেলের কার্যক্রমের স্থির চিত্র

সারা দেশে জীবাণুনাশক পানি স্প্রেঃ করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে মহাপরিচালক মহোদয় পরিচ্ছন্নতা অভিযানের শুভ উদ্বোধন করার পর সারা দেশে জীবাণুনাশক পানি স্প্রে করার কাজ আরম্ভ হয়। ২৫ মার্চ শুরু হয়ে এ কার্যক্রম একযোগে সারা দেশে পরিচালিত হতে থাকে। করোনা প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং স্থানীয় প্রশাসকগণ ফায়ার সার্ভিসের সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং তারা এই কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

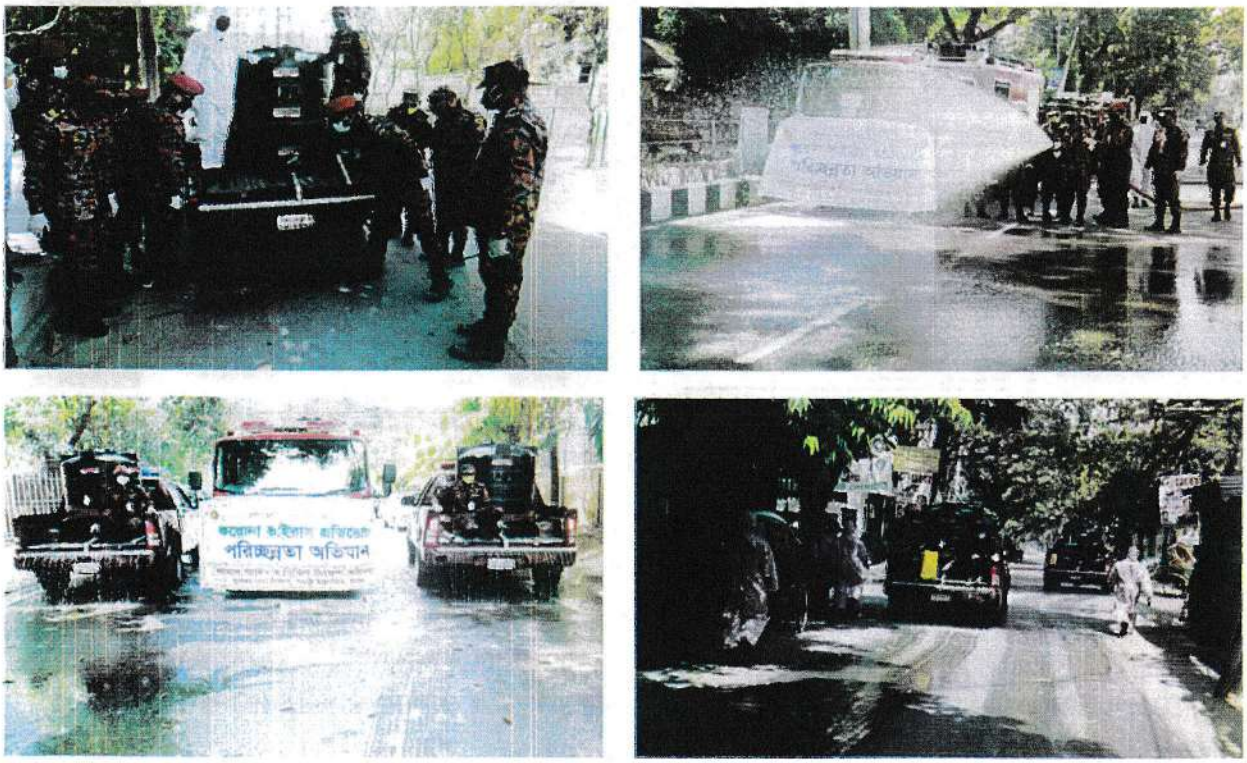

করোনাপ্রতিরোধে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক সারা দেশে জীবাণু নাশক পানি স্প্রে করার স্থির চিত্র

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) কর্তৃক ফায়ার সার্ভিসকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনঃ করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে মহাপরিচালক পরিচ্ছন্নতা অভিযানের শুভ উদ্বোধন করার পর সারা দেশে জীবাণুনাশক পানি স্প্রে করার কাজ আরম্ভ হয়। ফায়ার সার্ভিসের সার্বিক কাজে সন্তোষ প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি)-

এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মীরজাদি সেব্রিনা ফ্লোরা তার নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংকালে ৩০ মার্চ তারিখে ফায়ার সার্ভিসের নাম উচ্চারণ করে ভূয়সী প্রশংসা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

করোনা প্রতিরোধে অধিদপ্তরের সাফল্যঃ করোনা প্রতিরোধে এবং করোনা সংক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেইজে প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়। এ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং অধিদপ্তরের জারিকৃত বিভিন্ন সময়ের আদেশ ও নির্দেশনা আপলোড করা হয়। বিভাগীয় আক্রান্তদের নিয়মিত মনিটরিং করা হয়, তাদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়, তাদের জন্য চালু করা হয় অস্থায়ী হাসপাতাল। মহাপরিচালকের সময়োপযোগী নির্দেশনার কারণে অধিদপ্তরের তিন শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হলেও তাদের একজনও মারা যাননি।

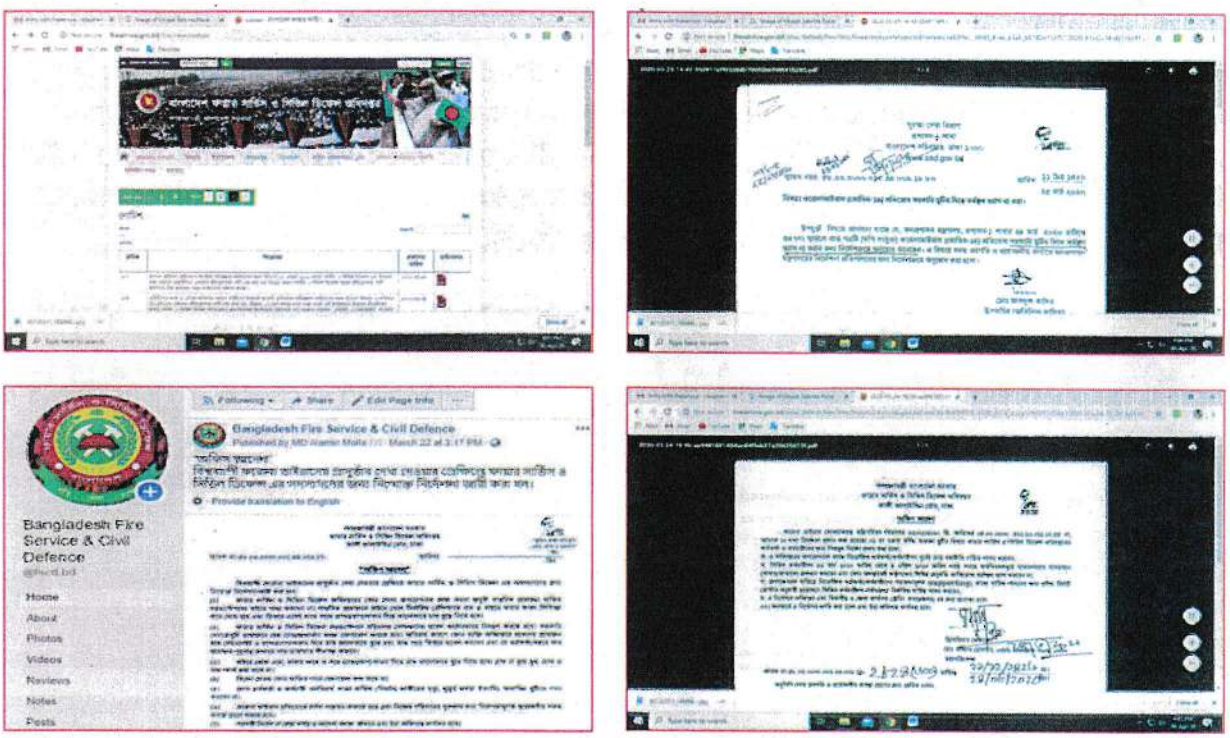

করোনা সংক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার বিষয়ে ফায়ার সার্ভিসের ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেইজে প্রচার-প্রচারণা

করোনা দুর্যোগে ফায়ার সার্ভিসের অন্যান্য কার্যক্রমঃ করোনা দুর্যোগে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সারা দেশে সেনা বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সহযোগী হিসেবে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা, ত্রাণ বিতরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। সদর দপ্তরের পাশাপাশি সারা দেশে ফায়ার সার্ভিসের চালু ফায়ার স্টেশন এবং বিভাগীয় ও জেলা সদরের স্টেশনগুলোর মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

কনোনাকালীন ত্রাণ বিতরণসহ অন্যান্য কাজে ফায়ার সার্ভিসের অংশগ্রহণ

ফায়ার সার্ভিস-এর কার্যক্রম গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারঃ করোনা প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে সারা দেশে জীবাণুনাশক পানি স্প্রে, সেনা বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সহযোগী হিসেবে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা, ত্রাণ বিতরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমে ফায়ার সার্ভিসের অংশগ্রহণ ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট, অনলাইন মিডিয়াসহ সকল গণমাধ্যমে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়। জাতীয় সংবাদ মাধ্যম, টেলিভিশন চ্যানেল, জাতীয় পত্রিকাসহ সারা দেশের আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ফায়ার সার্ভিসের এসব কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়।

করোনা প্রতিরোধে ফায়ার সার্ভিসের কার্যক্রম গণমাধ্যমগুলোতে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়

উপসংহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্পের সঙ্গে সমানতালে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রত্যক্ষ নজরদারির পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানের জন্য এগিয়ে চলায় সাহস সঞ্চার করছে দেশের অগণিত মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও আস্থা। অনেক সীমাবদ্ধতা নিয়ে কাজ করার পরও এই অধিদপ্তর দেশব্যাপী যথেষ্ট সুনামের সাথে সেবা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তথ্য প্রাপ্তির ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে দুর্ঘটনার উদ্দেশ্যে গমন করা যে কোনো বিচারেই প্রশংসাযোগ্য। এ অসাধ্য কাজটি এ বিভাগ সুনামের সাথে করে আসছে।

চলমান ধারা অব্যাহত রেখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিবেদিত কর্মীরা তাদের সুনাম বৃদ্ধির পাশাপাশি জনসাধারণের আরো আস্থাভাজন হয়ে উঠবে। যে কোন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সামর্থ্য অনুযায়ী এ বিভাগের কর্মীরা সেবা প্রদানে ও জনগণের জান-মাল হেফাজতে অঙ্গীকারবদ্ধ।